দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান ঘর দখল, চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেবার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মৎস আড়ৎ এলাকায় মৃত হাফিজ মালিথার ছেলে বিএনপি নেতা আকবত আলী মালিথার সাইকেলের দোকান রয়েছে। যার দোকান নং ৯৩/১। আকবত আলীর দুইটি স্ত্রী। দুই সংসারে তার ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। দুই পক্ষেরই দুটি করে ছেলে রয়েছে। আকবত আলীর দোকানের ডানদিকে তার মেজো ছেলের দোকান ও তার বামদিকে ৯৩/২ নং দোকানটি তার আরেক ছেলে আফছার আলী। আফছার আলী এই দোকানটিতে দীর্ঘ বছর ধরে মাছুম সু স্টোর নামে জুতা সেন্ডেলের ব্যাবসা করে আসছেন।

বৃহস্পতিবার তার বাবা আকবত আলী ও তার মেজো ছেলে আনছার আলী হঠাৎ করে আফসার আলীর দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা দখল করে নেন। সেই সাথে আফছার আলীর দোকানের চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেন।

আফছার আলী জানান তার বাবার দুইটা বিয়ে। দুই সংসারে তারা ৪ ভাই ৩ বোন।তিনি তাকে সহ আরেক ভাইকেও দোকানের পজিশন বুঝে দেন।সেই সাথে তিনি নিজের জন্যও একটি বড় দোকান রেখে দেন।দোকান গুলি

৪ ভাই এর নামে লিখে দেবার কথা।আমি বলেছি প্রয়োজনে আপনি সব দোকান একা নেন কিন্তু সকল ভাই এর নামে সমবন্টন করে দেন। যাতে ভবিষ্যতে সকলে এখানে অধিকার পাই। কিন্তু এখন তিনি চক্রান্ত করে তাকে ফাঁকি দেবার উদ্দশ্য বাকি ৩ ছেলেকে দেবেন বলে হঠাৎ করে আজ দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন ও চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দিয়েছেন।যাতে করে তার প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে।

তিনি আরো জানান তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংসারে হাল ধরে আছেন । পিতা মাতা সহ ভাই বোনদের দেখা শোনা করে আসছেন,তাদের ওষুধপত্র সব

কিনে দেন।তারপরও ১৫ ফুট চওড়া ২৮ ফুট লম্বা এ দোকানগুলোর মধ্য ইতিমধ্যই মেজো ছেলে আনছার ১০ ফুট দখল করে ব্যাবসা করছে আসছে একবার ব্যাবসার ৬০ হাজার টাকা নিয়ে বরিশাল পালিয়ে যায়।ভাই বোন কারো দেখাশোনা করেনা।বরং সে বাড়ি এসে দোকান দখল সহ তাকে প্রতিনিয়ত হুমকি ধামকি দিচ্ছে।এ বিষয়ে আফছার কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতিতে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে তার পিতা আকবত আলী মালিথার সাথে কথা বললে তিনি দোকান নিয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি।

দামুড়হুদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভা কক্ষে এই প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা বেগম, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি লুৎফুল কবির, পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনসহ

উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান বৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সমলয় পদ্ধতিতে বোরো চাষের উদ্বোধন

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ‘সমলয়’ পদ্ধতিতে বোরো চাষ শুরু হয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নে। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমলয় পদ্ধতিতে ৫০ একর বা ১৫০ বিঘা জমিতে কৃষিযন্ত্রপাতি সহায়তায় সমলয় পদ্ধতির মাধ্যমে চারা রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।

কালিদাসপুর ইউনিয়নে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবির হোসেন।

উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবিন হোসেন বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে চাষাবাদের যাবতীয় খরচ বহন করবে সরকার। কৃষক শুধু খেতে পানি ও পরিচর্যা করবেন। এ প্রকল্প থেকে আধুনিক চাষাবাদের ধারণা পাওয়া যাবে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম খরচে বেশি ফলন ফলানো যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে উপজেলায় প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ১০৩ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা জমিতে একই জাতের বোরো ধান একই সময়ে আবাদ করা হবে। কৃষকেরা যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে সমবায়ভিত্তিতে বপন, রোপণ ও কর্তন করবেন এই ধান। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘সমলয় চাষাবাদ’।

সমলয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রনি আলম নুর, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আসাদুল হক মিকা, প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সোহেল রানার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন, জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক রবিউল হক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে সুপেয় পানির প্লান্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে প্রথম বারের মত সুপেয় পানির প্লান্টের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

বুধবার বেলা ১১ টায় শহরের তাঁতি শেড প্রাঙ্গণে এ প্লান্টন স্থাপন করা হয়। এতে পৌর শহরের প্রায় হাজারো মানুষ শীতল, গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,’ পৌর শহরে সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমবারের মত সুপেয় পানির প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্লান্ট থেকে ঠান্ডা,গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাবে।

সুপেয় পানির প্লান্টের স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার নামে স্থাপন করা হচ্ছে। পানির প্লান্ট স্থাপনে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ অর্থ ব্যায় করবে স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার পরিবারবর্গ। প্রতি ঘন্টায় এ পানির প্লান্ট থেকে ২’শ লিটার পানি শোধন করে সাধারণ মানুষ পান করতে পারবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি বাবলু, সাধারণ সম্পাদক রনি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদের সভাপতি মনিন্দ্রনাথ দত্ত, বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা: অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর প্রকৌশলী আসাদ, সুমন, রুহুল, জয় বিশ্বাস, কাসিয়া প্রসাদ আগরওয়ালা, সুশিল কুমার ভৌতিকা, পবন কুমার ভৌতিকা, অমিত কুমার ভৌতিকা, সুমিত কুমার ভৌতিকা, বাপ্পি, বিপুল, হৃত্তীক প্রমূখ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫২টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন

আলমডাঙ্গায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

একই সাথে পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে ৫২টি ক্যামেরা। এতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও হত্যার মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আশাবাদ জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি করছিল পৌরবাসী। ইতো পূর্বে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা সব ক্যামেরা অকেজো হয়ে যায়। যা অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটলেও অপরাধীরা ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যায়।

সেই দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে স্থানীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের অর্থায়নে প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যায়ে পৌরসভায় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ ইতো মধ্যে শেষ হয়েছে।

মাস ব্যাপী আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ও বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ক্যামেরা স্থাপন কাজের সার্বক্ষণিক দেখভাল করেন হাবিবুল করিম চনচল।

পৌরবাজার ব্যবসায়ীরা বলেন, পৌর শহরের নিরাপত্তাসহ সবার জানমালের নিরাপত্তায় এই সিসি ক্যামেরা অনেক উপকারে আসবে। তাছাড়া পুলিশ এই সিসি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার কারণে বাজার এলাকায় যানজট কমে আসবে।

বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেন বলেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর কারণে বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আইনখৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির মধ্যে থাকবে। আর এতে চুরি ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ অনেকটাই কমে আসবে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, এই সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে পৌর শহরে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হলে পুলিশ সহজেই অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারবে। সেই সাথে ডিজিটাল মনিটরিং এর মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সার্বক্ষণিক থানার ডিউটি অফিসে দায়িত্বরত অফিসার দ্বারা নজরদাড়ি রাখা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি প্রকল্প (এসপিপিএস) এর আওতায় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সদস্যগণ, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া

আলম এর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা প্রদানের যাচাই-বাছাই কমিটিতে লোকমোর্চার প্রতিনিধি যুক্ত করণ ও ভাতার দাবী নিয়ে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউনুছ আলীর সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম।

এসময় চেয়ারম্যান লোকমোর্চা প্রতিনিধিদের ভাতা প্রদান যাচাই-বাছাই কমিটিতে যুক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সঠিক তালিকা তৈরি করে ইউপি সদস্যদের কাছে প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্যগণ, লোকমোর্চার প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সাইফুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিলাল হোসেন এর সভাপতিত্বে উক্ত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত ভিক্টোরিয়ান জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠদান সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ও অনান্য প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করে দেশে ও বিদেশে নিজ যোগ্যতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাচ্ছে এবং তারাই এ স্কুলের সুনাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমি আনন্দিত হয়েছি যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও এ স্কুলের সকল শিক্ষকদের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বই পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিল আরা চৌধুরী সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবক ও ছাত্রবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের আয়োজনে শিল্পকলা চত্বরে গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় খেলা শুরু হয় এবং আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৪টায় খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় ।

দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের কোষাধক্ষ্য আব্দুল মোমিন এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের উপদেষ্টা ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম উদয়, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবিব, বিশিষ্ট সমাজসেবক খাজা মো: আরিফ উদ্দিন, সাফা এন্টারপ্রাইজ এর সত্বাধিকারী তাজ উদ্দিন, দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি ইমরোজ উদ্দিন খোকন, দামুড়হুদা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান জনি, তরফদার মোস্তাক উদ্দিন, সাবেক মেম্বার আবুল হাসেম।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রবাসী আব্দুর রহমান জসিম, সুমন, মমিন, রাজ্জাক, সবুজ, সোহেল, অন্তর প্রমূখ। খেলায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন, আরজু আহমেদ রাকিবের দামুড়হুদা হেসেল ঘর এন্ড রেস্টুরেন্ট এবং ঝিনাইদহ কালুহাটির সাহা ব্যাডমিন্টন ক্লাব। খেলায় সাহা ব্যাডমিন্টন ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং হেসেল ঘর এন্ড রেস্টুরেন্ট রানার আপ হয়।

উক্ত খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গার রাসেল আহমেদ এবং দামুড়হুদার শওকত হোসেন। চ্যাম্পিয়ন দলকে ৩০ হাজার টাকা এবং রানার আপ দলকে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে দেয়াল ঘড়ি হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে পরিক্ষার্থীদের সুবিধা প্রদানের জন্য জন্য দেয়াল ঘড়ি প্রদান করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ এর দিকনির্দেশনায় এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের

সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী ইমদাদুল হক সজল এর সৌজন্যে ১০ টি দেয়াল ঘড়ি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় গাজী ইমদাদুল হক সজল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এগিয়ে চলেছে এই ঐতিহ্যবাহী ছাএ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানসহ দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্রসংগঠনটি।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের যে সকল শিক্ষার্থী পরিক্ষা দিতে আসে তাদের কথা বিবেচনা করে আমাদের এই আয়োজন। পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের এই দেয়াল ঘড়ি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, আরফিন সজিব,ফারহান রাব্বি, পাপন হাসান সবুজ, লিখন আহম্মেদ, তাজিব আরাফাত, সাব্বির আহাম্মেদ,তৌকির, বাবু,মাহিম,আশিক,অনিক,প্রিন্স, শিমুল, রাশেদ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বৃন্দ।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম আমানউল্লাহ এর নেতৃত্বে অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই সানোয়ার হোসেন, সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এ পুলিশ পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মাহবুল বিশ্বাস
(৬২) কে তার দেহ তল্লাশি করে ১৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।সে মদনা গ্রামের মৃত্য কায়দার আলীর ছেলে।

আজ তাকে পুলিশ বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।